৩/১০/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিনা বাধায় ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

ঢা.বি. হলগুলো থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ক্যাডারদের পলায়ন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল হলে বিনা বাধায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিশ্চিত ভরাডুবি জেনে রাতেই ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ও ক্যাডাররা হলগুলো থেকে রাতেই পালিয়ে যায়। ফলে গতকাল (মঙ্গলবার) হলগুলো নিয়ন্ত্রণ নিতে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের কোন ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে প্রশাসনিক সহযোগিতায় দীর্ঘদিনের এক তরফা দখলদারিত্বের অবসান ঘটল। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন ও কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্মসম্পাদক বেনজীর আহমেদ টিটু হলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের নেতৃত্ব দেন। ছাত্রলীগের দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে পরিচিত মুহসীন হলের ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ ছাত্রদলে যোগদান করলে বিনা সংঘর্ষে ছাত্রদল এই হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। বিভিন্ন হলে সাধারণ ছাত্ররা বিপুলভাবে হর্ষধ্বনি ও করতালির মাধ্যমে ছাত্রদলকে স্বাগত জানায়। ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্রদলের মিছিলে অংশগ্রহণ করে। বিনা সংঘর্ষে হলগুলোতে ছাত্রদলের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পরে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মনির হোসেন, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ হলগুলোতে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় নিশ্চিত মনে করে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ও ক্যাডারদের অনেকেই নির্বাচনের আগেই হল ত্যাগ করে। গত সোমবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রেডিও-টিভিতে প্রচারিত বুলেটিনে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা নিশ্চিত হয়ে যায়, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি নিশ্চিত। তাই সোমবার রাতেই তারা সকলেই হল থেকে পালিয়ে যায়। হলগুলো পুরোপুরি ছাত্রলীগশূন্য হয়ে পড়ে। এ সুযোগে

৩-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ক্যাডারদের পলায়ন

শেষের পাতার পর

ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা নির্বিঘ্নে হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। সর্বপ্রথম উত্তরপাড়ার মুজিব হলে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন ও বেনজীর আহমেদ টিটু, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ হাসান, মাসুদ, শামসু, কাউসার, শামসুজ্জোহা সুমন ও বিপ্লবের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা সোমবার রাত ১০টার দিকে গিয়ে হলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মুজিব হল বর্তমানে 'বেনজির টিটু' গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে আছে। উত্তরপাড়ার অন্যান্য হলে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা গতকাল ভোরে প্রবেশ করে। এর মধ্যে সূর্যসেন হলে গতকাল ভোর পৌনে পাঁচটায় ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-অর্থ সম্পাদক আ. স. ম. আব্দুল মান্নান ফরহাদ, সুমনের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা আয়ত্তে আনে। হলটি বর্তমানে মামুনের পক্ষে ফরহাদ, শিশির, সাইদ ও সুমন নিয়ন্ত্রণ করছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৬টায় ছাত্রদল নেতা মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন ও আশরাফ বাবুর নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা মিছিল নিয়ে মুহসীন হলে প্রবেশ করে। কামরুজ্জামান বিপ্লব ও আপেলের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ এ সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্রদলের মিছিলে যোগ দিলে ছাত্রলীগের দুর্গ মুহসীন হলে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। মনির, আলিম, কাউসার মোল্লার নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ ছাত্রদলে যোগ দেয়। হলটি বর্তমানে বরিশাল গ্রুপের পক্ষে হল ছাত্রদল সভাপতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশীদ শিশির ও সহ-সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জসীম উদ্‌দীন হলে মামুন গ্রুপের পক্ষে কেন্দ্রীয় সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোসাব্বির টিটু ও আরিফ হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। ছাত্রদল নেতা মামুন ও পাভেলের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা জিয়া হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। হলটি বর্তমান সভাপতি আমিরুজ্জামান শিমুল, সাইফুল, পাভেল ও রনির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গতকাল সকাল ১০টায় ছাত্রদল নেতা বেনজির টিটু ও মুসফেক উদ্দিন টগরের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা এসএম হলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। হলটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সম্পাদক এ হল সভাপতি এসএম মুনীর হোসেন ও কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদক টগরের নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে। ফজলুল হক হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়া হয় কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও হল সভাপতি রফিকুল ইসলাম লিটনের নেতৃত্বে। শহীদুল্লাহ হলের অভিযানে নেতৃত্ব দেন হল সভাপতি ইমরান, জাহাঙ্গীর ও মামুন। জগন্নাথ হলে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক তরুণদের নেতৃত্বে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সকাল ৮টায় হলে প্রবেশ করে ছাত্রলীগের ৫ জন কর্মীকে হল থেকে বের করে দিয়ে হলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেন। এফ রহমান হলের গেটে ছাত্রলীগ কর্মীরা তালাবদ্ধ করে চলে গেলে পরে ছাত্রদল নেতা বিপ্লব, রতন ও মাসুমের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা বিনা বাধায় হলে প্রবেশ করে। ছাত্রী হলগুলোর মধ্যে রোকেয়া হল ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদিকা ফরিদা খানমের নেতৃত্বে এবং শামসুন্নাহার হলটি সভানেত্রী হালিমা খান লুচির নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা আধিপত্য কায়েম করে। রোকেয়া মেধা নামে ছাত্রলীগের এক নেত্রী প্রহৃত হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জহুরুল হক হলে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা গেলে সেখানে ছাত্রলীগ সভাপতি মাইনুদ্দীন বাবু, লিতু, কবির ও এমদাদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বাধা দেয়। এতে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা ফিরে আসে।